যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ৫৬৮

১/ বিবিধ

আরবী

من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له

موضوع

أورده ابن طاهر في " تذكرة الموضوعات " (ص 87) وقال: " فيه مأمون بن أحمد الهروي، دجال يضع الحديث ". وقال الذهبي فيه

أتى بطامات وفضائح، وضع على الثقات أحاديث هذا منها

وفي " اللسان ": " وقال أبو نعيم: " خبيث وضاع، يأتي عن الثقات بالموضوعات

قلت: ويظهر لي من الأحاديث التي افتراها أنه حنفي المذهب، متعصب هالك، فإن الأحاديث التي أوردها في ترجمته كلها تدور على الانتصار للإمام أبي حنيفة، والطعن في الإمام الشافعي، فمنها هذا الحديث فهو طعن صريح في المذهب الشافعي الذي يقول بمشروعية رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وهو الحق الذي لا ريب فيه كما يأتي، وانتصار مكشوف لمذهب الحنفية القائل بكراهة ذلك، فلم يكتف هذا الخبيث بما عليه مذهبه من القول بالكراهة حتى افترى هذا الحديث، ليشيع بين الناس أن الرفع مبطل للصلاة، ولعله أراد بذلك أن يؤيد رواية مكحول عن أبي حنيفة أنه قال

من رفع يديه في الصلاة فسدت صلاته " وهذه الرواية اغتر بها أمير كاتب الاتقاني فبنى عليها رسالة ألفها لبيان بطلان الصلاة بالرفع

وكذا اغتر بها من سلك مسلكه فحكم بعدم جواز اقتداء الحنفي بالشافعي لأنهم يرفعون

أيديهم! مع أن هذه الرواية عن أبي حنيفة باطلة كما حققه العلامة أبو الحسنات اللكنوي في " الفوائد البهية، في تراجم الحنفية " (ص 116، 216، 217)
وهذا الحديث أورده الشيخ القاريء في " موضوعاته " وقال (ص 81) : " هذا الحديث وضعه محمد بن عكاشة الكرماني قبحه الله ". ثم نقل (ص 129) عن ابن القيم أنه قال: " إنه موضوع
قلت: وهذا يخالف ما تقدم أن الواضع له الهروي، فإن ثبت هذا فلعل أحدهما سرقه من الآخر! فتأمل ما يفعل عدم الاعتناء بالسنة، وترك التثبت في الرواية عنه صلى الله عليه وسلم وعن علماء الأمة. (فائدة) الرفع عند الركوع والرفع منه، ورد فيه أحاديث كثيرة جدا عنه صلى الله عليه وسلم، بل هي متواترة عند العلماء بل ثبت الرفع عنه صلى الله عليه وسلم مع كل تكبيرة في أحاديث كثيرة ولم يصح الترك عنه صلى الله عليه وسلم إلا من طريق ابن مسعود رضي الله عنه، فلا ينبغي العمل به لأنه ناف، وقد تقرر عند الحنفية وغيرهم: أن المثبت مقدم على النافي، هذا إذا كان المثبت واحدا فكيف إذا كانوا جماعة كما في هذه المسألة؟ فيلزمهم عملا بهذه القاعدة مع انتفاء المعارض أن يأخذوا بالرفع، وأن لا يتعصبوا للمذهب بعد قيام الحجة، ولكن المؤسف أنه لم يأخذ به منهم إلا أفراد من المتقدمين والمتأخرين حتى صار الترك شعارا لهم! . هذا ومن موضوعات الهروي المذكور آنفا

বাংলা

৫৬৮। যে ব্যক্তি সালাতে তার দু’হাত উঠাবে তার সালাতই হবে না।

হাদীছটি জাল।

হাদীছটি ইবনু তাহের "তাযকিরাতুল মাওযু’আত" (পৃঃ ৮৭) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেনঃ এর সনদে মামূন ইবনু আহমাদ আল-হারাবী রয়েছেন তিনি দাজ্জাল হাদীছ জালকারী। তার সম্পর্কে ইমাম যাহাবী বলেনঃ তিনি মহা বিপদ ও অপদস্থমূলক বস্তু নিয়ে এসেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্যদের বরাতে হাদীছ জাল করেছেন, এটি সেগুলোর একটি।

“আল-লিসান” গ্রন্থে এসেছেঃ আবু নোয়াইম বলেনঃ তিনি জালকারী খাবীছ, তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল

হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ আমার নিকট স্পষ্ট হচ্ছে যে, এরূপ হাদীছ যিনি জাল করেছেন তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী, ধ্বংসপ্রাপ্ত গোড়া। কারণ তার জীবনীতে যে সব হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে সবগুলোই ইমাম আবু হানীফা (রহিঃ) এর সমর্থনে আর ইমাম শাফে'ঈর কুৎসা রটনায়। সেগুলোর মধ্যে এ হাদীছটি একটি। কারণ আলোচ্য হাদীছটি শাফে'ঈ মাযহাবের সুস্পষ্ট বিরোধী, যিনি বলেন যে, রুকূ'তে যাবার সময় এবং রুক হতে উঠার সময় রাফউল ইয়াদায়িন করা শরীয়ত সম্মত। নিঃসন্দেহে তার এ কথাই সঠিক। অথচ এই খাবীছ শুধু রাফউল ইয়াদায়িনকে (মাযহাবের সিদ্ধান্তানুযায়ী) মাকরুহ বলেই ক্ষান্ত থাকেননি তিনি এর সমর্থনে হাদীছ জাল করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, রাফউল ইয়াদায়িন সালাতকে বাতিল করে দেয়। সম্ভবত তিনি মাকহুলের বর্ণনায় আবু হানীফা (রহঃ) হতে বর্ণিত ভাষ্যকে শক্তি যোগাতে চেয়েছেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেনঃ من رفع يديه في الصلاة فسدت صلاته! 'যে ব্যক্তি সালাতে তার দু'হাত উঠাবে তার সালাত নষ্ট হয়ে যাবে।' এ বর্ণনার কারণে আমীর কাতেবুল ইতকানী অজ্ঞাতভাবে তার উপর ভিত্তি করে রাফউল ইয়াদায়িন দ্বারা সালাত বাতিল হওয়ার বিবরণ দিয়ে একটি কিতাব রচনা করেছেন। অনুরূপ ভাবে যে ব্যক্তি তার পথে চলেছে, সে এ বর্ণনার দ্বারা অতর্কিত আক্রমণ করে কোন হানাফী ব্যক্তির শাফে'ঈর পিছনে সালাতে ইকতিদা করা না জায়েয হওয়ার ফয়সালা দিয়েছে। কারণ তারা তাদের সালাতে রাফউল ইয়াদায়িন করে! যদিও ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হতে এ বর্ণনাটি বাতিল, যেমনটি আল্লামা আবুল হাসানাত লাখনুভী "আল-ফাওয়ায়েদুল বাহিয়াহ ফী তারাযেমিল হানাফীয়াহ" (১১৬, ২১৬, ২১৭) গ্রন্থে তাহকীক করেছেন।

এ হাদীছটি শাইখ আল-কারী তার "মাওযুআত" (পৃষ্ঠা নং ৮১) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেনঃ এ হাদীছটি মুহাম্মাদ ওকাশাহ আল-কারমানী জাল করেছেন (আল্লাহ তার খারাপ পরিণতি করুন)। অতঃপর তিনি ইবনুল কাইয়্যিম হতে নকল করেছেন, তিনি বলেনঃ হাদীছটি জাল।

আমি (আলবানী) বলছিঃ শাইখ আল-কারীর বক্তব্য হারাবী যে জালকারী তার বিপরীতে হচ্ছে। যদি কিরমানীও জালকারী হয় তাহলে বলতে হবে যে, সম্ভবত তাদের একজন অপরজন হতে চুরি করেছেন।

ভেবে দেখুন! কিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সাব্যস্ত হওয়া সুন্নাতকে ছেড়ে দিয়ে জাল হাদীছকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

ফায়েদাঃ রুকূ'তে যাবার সময় এবং রুকূ' হতে উঠার সময় হাত উঠানোর ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অনেক সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। বরং আলেমদের নিকট সেগুলো মুতাওয়াতিরের পর্যায়ভুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ইবনু মাসউদ (রাঃ) এর সূত্র ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে তা ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে সহীহ সুন্নাহ সাব্যস্ত হয়নি। কিন্তু ইবনু মাসউদের হাদীছের উপর আমল করা উচিত হবে না। কারণ তা না-সূচক। কেননা মাযহাবী থিওরীতে বলা হয়েছে, হানাফী ও অন্যদের নিকট যখন হ্যাঁ-সূচক এবং না-সূচকের সাথে দ্বন্দ্ব দেখা দিবে তখন হ্যাঁ-সূচক অগ্রাধিকার পাবে না-সূচকের উপর। এরূপ নীতি বলবৎ হয় যদি হ্যাঁ-সূচকের পক্ষে একজনও হয় তবুও। অতএব যেখানে বিরাট এক জামা'আত হ্যাঁ-সূচকের পক্ষে সেখানে অন্য কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। যেমনটি এ মাসআলার ক্ষেত্রে। তাদের উচিত ছিল দলীল সাব্যস্ত হওয়ার পরে আর

গোড়ামি না করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাদের পূর্ববতী এবং পরবর্তী কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ তা (রাফউল ইয়াদায়িনকে) গ্রহণ করেননি। ফলে ছেড়ে দেয়াটাই তাদের আলামতে পরিণত হয়েছে!

উক্ত হারাবীর আরো একটি জাল হাদীছঃ (দেখুন পরেরটি)

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71447

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন